শেকড় -২

আচ্ছা, আপনার কি কখনো মনে হয়নি জামাতিরা চোখে মুখে ক্রমাগতঃ এত মিথ্যে কথা বলে কি করে? মিথ্যে বলতে ভয়ে ওদের বুক কাঁপে না? আমার আপনার সাথে মতে না মিলতে পারে, কিন্তু হাজার হলেও ওরাও তো মুসলমান, ওরা তো আল্লা রসুলে বিশ্বাস করে, কোরাণে বিশ্বাস করে। একদিন আল্লা-রসুলের দরবারে হাজির হতে হবে, সেখানে কি জবাব দেবে তারা? কোথাও কি একটা শুভংকরের ফাঁকি লুকিয়ে আছে, যাতে ওরা মিথ্যে বলাকে হালাল করে নিয়েছে?

হ্যাঁ, আছে। অনেক অপরাধই ওরা নবীজীর নামে হালাল করে নিয়েছে। শেকড়-১-এ আমি দেখিয়েছি কি নিষ্ঠুর অন্যায় একটা আইন ওরা শারিয়ায় ঢুকিয়ে দিয়েছে নবীজীর নামে। সেই সাথে এ-ও দেখিয়েছি কি যুক্তিতে ওই দলিলটা জাল। এবারে দেখুন, মিথ্যা বলা কেন ওদের জন্য জায়েজ। কথাটা সরাসরি বললে হাটে হাঁড়ী ভাঙ্গে, কাজেই পারমিশনটা আল্‌গোছে দেয়া আছে। সেজন্যই বলি, প্রেসিডেন্ট বুশের মুখে বিশ্ব-শান্তির ভন্ড লেকচারের মতই জামাতের মুখে সর্বদা "রসুল - রসুল" শুনলেও কাজে তেনারা শুধু "আবু হোরায়রা" আর "কুরতুবী বলিয়াছেন"। পৃথিবীতে আর কোন অনুসারীরা তাদের নেতাকে এত অপমান এত কলংকিত করে নি যা জামাত নবীজীকে করেছে। অসংখ্য দলিল আছে তার।

জামাতি-নেতাদের মিথ্যে-ভাষণ আজ আর কোন গোপন ব্যাপার নয়। উঠতে বসতে তাদের হাস্যময় নূরাণী চোখেমুখে মিথ্যে কথার ফুলঝুরি। দেখুন, শত শত জামাতি-ক্রাইমের এটা একটা মাত্র। সারাংশঃ-

মুক্ত প্রাণের প্রতিধ্বনি ভোরের কাগজ অনলাইন

৫ ডিসেম্বর ২০০৪

ইউপি চেয়ারম্যান জামাত নেতা হওয়ায়

সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি ঃ ইউপি চেয়ারম্যান জামাত নেতার আত্মসাৎকৃত ভিজিএফ কার্ডের ৬১ বস্তা চাল বিতরণের ঘোষণা দিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার। ভিজিএফ কর্মসূচির মালামাল কম দিয়ে ৬১ বস্তা চাল চেয়ারম্যান রফিকুল্লাহ আত্মসাৎ করার জন্য মজুদ করেন। এর আগে উক্ত চেয়ারম্যান খয়রাতির ২ টন চাল আত্মসাৎ করে বিক্রি করে দেন। পরিষদের কয়েকজন মেম্বার জানান চেয়ারম্যান হাজি রফিকুল্লাহ জামাতে ইসলামীর নেতা হওয়ায় নির্বাহী কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন না।

না, গরীবের মুখের অন্ন গাপ্ করে দেবার অপরাধে জামাত-কর্তৃপক্ষ এই চাউল-চোরকে জামাত থেকে বরখাস্ত করে নি, কোন শাস্তিও দেয় নি। এ চোর এখনো দাপটের সাথে জামাতি-নেতাগিরি করে চলেছে। আর, যে শয়তান গরীবের মুখের অন্ন চুরি করতে পারে, সে যে উঠতে বসতে মিথ্যে কথা বলে তার আর প্রমাণ দরকার হয় না। যাহোক, ওটা নাহয় চুরি-চামারির ব্যাপার। কিন্তু উদ্দেশ্যটা মহান হলে মিথ্যে বলাটা ওদের জন্য মোটেই অনৈসলামিক নয়! এ লাইসেন্সটা দিয়েছেন তাঁদের গুরু শতাব্দীর সন্ত্রাসী মৌদুদি। "নিয়ত" ঠিক থাকলে জামাতিদের জন্য ওই অপকর্মটা শুধু অনুমোদিত-ই নয়, একেবারে বাধ্যতামূলক। আর এ হেন অপকর্মের শেকড় ঠেকেছে গিয়ে একেবারে নবীজীতে। মৌদুদির কোরাণের অনুবাদ তর্জমানুল কোরাণ (১৯৫৮ সালে প্রকাশিত) থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি, পৃষ্ঠা ৫৪। পৃষ্ঠাটার ফটোকপিটা দেখতে ছোট। কিন্তু ওটা এ নিবন্ধে লাগিয়ে দেখি এর ফাইল-আয়তন হয়ে গেছে ঢাউস। তাই ওটা আর এখানে দিলাম না, দেখতে চাইলে ই-মেইল ঠিকানা দেবেন, পাঠিয়ে দেব।

"সত্য হইল ইসলামের অন্যতম গুরত্বপুর্ণ নীতি, আর মিথ্যা কথা বলা হইল অন্যতম নিকৃষ্ট গুনাহ। কিন্তু বাস্তব জীবনের কিছু দরকার এমনও হয় যে মিথ্যে কথা বলা শুধু যে অনুমোদিত তাহা-ই নহে, কোন কোন অবস্থায় মিথ্যা বলাকে বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে"।

হল? "করা হইয়াছে"! এমন বুলন্দ অপকর্মটি কে করিয়াছে? তাহার ইসমে শরীফ (নাম)-টা কি? না, সে ব্যাপারে মওলানা সলজ্জ নববধূর মতই নিশ্চুপ। তা যাক, নাম দিয়ে কি ঘোড়ার ডিম হবে। কিন্তু "বিশেষ অবস্থায়" "অন্যতম নিকৃষ্ট গুনাহ"-টা সওয়াব হয়ে যায় বুঝি? সেই "বিশেষ অবস্থা"-টা কি? মওলানা উদাহরণ দিচ্ছেন, যেমন, প্রাণ বাঁচানো। প্রাণ বাঁচানোর জন্য মিথ্যে বলা শুধু জায়েজই নয়, একেবারে ফরজ। ভালো, ভালো! রাজনীতি করতে গিয়ে শিষ্যদের অনর্গল মিথ্যে বলার লাইসেন্স দরকার হবে, এটা পরিষ্কার বুঝেছিলেন এই চাণক্য নেতা। তাই এই বাহানায় আসল ইংগিতটা দিয়ে গেছেন তিনি। নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য যদি মিথ্যে বলা ফরজ হয়, তবে প্রিয়তমার প্রাণ বাঁচানোর জন্য সেটা আরও এক ডিগ্রী বেশী ফরজ নিশ্চয়ই! আর, জামাতির প্রিয়তমা কে? কোন লাইলীর প্রেমে জামাত এত মজনু, কার জন্য সে খুন করতে আর খুন হতে প্রস্তুত?

কার জন্য আবার, শারিয়া-ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট! এর চেয়ে প্রিয় জামাতিদের আর কি আছে? পৃথিবী যেমন সূর্য্যের চারধারে ঘোরে, তাঁরা ঘোরেন ওই প্রিয়তমার চারদিকে। তাকে প্রতিষ্ঠা করতে যদি মানুষ খুন পর্য্যন্ত করা যদি ফরজ হয় (মুসলমানের ইতিহাস, এবং ১৯৭১), তবে মিথ্যে কথা বলাও নিশ্চয়ই ফরজ, - নিশ্চয়ই ইবাদত! সেজন্যই দেখি কোনদিনই কোন হিংস্রতার জন্য ওদের কোন অপরাধ বোধ নেই। কিন্তু শুধু মৌদুদি বললে এই সাংঘাতিক ফরজটা যেন ঠিক শক্ত হচ্ছে না, একটুখানি হেলে পড়ছে। তাই ওটাকে ঠ্যাকা দিতে চাই "নবীজীর সুন্নত", সেটাও "সহি" বোখারিতে তৈরী হয়েই আছে। মদিনা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডঃ মুহসিন খানের অনুবাদ করা সহি বোখারি, ভল্যুম ৫ পৃষ্ঠা ২৪৯, হাদিস নম্বর ৩৬৯ থেকে বাংলা করে দিচ্ছি ঃ-

"জাবির বিন আবদুল্লা বলেন, আল্লাহ'র রসুল বলিয়াছেন, "কে খুন করিতে চাও কা'ব বিন আশরাফকে, যে আল্লাহ ও তাঁহার রসুলকে আঘাত করিয়াছে"? তখন মুহম্মদ বিন মাসলামা উঠিয়া বলিল - "হে আল্লাহ'র রসুল! আপনি কি চাহেন আমি তাহাকে খুন করি"? রসুল বলিলেন- "হ্যাঁ"। মুহম্মদ বিন মাসলামা বলিল - "তবে আমাকে মিথ্যা বলিতে অনুমতি দিন" [বোখারিতে আছে, -Allow me to say a (false) thing)]। রসুল বলিলেন- "তুমি তাহা বলিতে পার"..... ।

পাঠক! এ হল জামাতের নবী, আমাদের নয়। আমাদের নবী কাউকে কখনোই মিথ্যে বলার অনুমতি দিতে পারেন না, জামাতির নবী সেটা পারে।

মওলানা আবার উল্টো মেরে স্ব-বিরোধিতাও করেছেন বহু বহুবার। যেমন ধরুন, ওপরের নিজের কথার বিরুদ্ধে তিনি নিজেই আবার একথাও বলেছেনঃ- "ভুলটি কে করিল তাহার উপর কিছুই নির্ভর করিবে না, যে কোন ভুল ভুলই থাকিবে। ঠকবাজী বা বাগাড়ম্বরের মাধ্যমে উহাকে ঠিক প্রমাণ করা ইসলাম, যুক্তি ও ন্যায়ের পরিপন্থী" -(-মওদুদি মাজহাব, পৃষ্ঠা ৭৩- আজকের তারিখে নেয়া "দি মৌদুদি ক্যালামিটি" অর্থাৎ মৌদুদি-দুর্যোগ থেকে - central-mosque.com/aqeedah/Mawdudi.htm)। দুর্যোগই বটে মওলানা মৌদুদি, বিশ্ব-মুসলিমের জন্য একেবারে মহা দুর্যোগ!

কারণ ধর্ম এভাবেই নষ্ট হয়, ধর্মকে এরাই নষ্ট করে।